সংবাদ

তারিখ 11 DEC 1996
পৃষ্ঠা 8 কলাম ১

মাদ্রাসায় শিক্ষার নামে বর্বরতা

মাদ্রাসাটির নাম 'তসবিদুল কুরান মহিসুন্নাহ মাদ্রাসা'। চট্টগ্রামে রেলের জমির ওপর মাদ্রাসাটির অধিষ্ঠান প্রায় ১৫ বছর ধরে। দ্বীনি শিক্ষার বদলে এখানে মধ্যযুগীয় বর্বরতা আবিষ্কৃত হয়েছে। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মওলানা সালেহ আহমদ এবং হাফেজ রহিমুদ্দিন মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহকে শিশুদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানোর দায়ে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

এই মাদ্রাসায় ছাত্রদের শাস্তি হিসেবে পায়ে পাঁচ কেজি ওজনের লোহা লাগানো শেকল ওয়েলডিং করে লাগানো হয়েছে। তার একটা উদ্দেশ্য ছাত্ররা যেন পালিয়ে যেতে না পারে। মাদ্রাসাটির স্বরচিত বিধি অনুযায়ী ছাত্রদের কোনরূপ শাস্তি দেয়া হলে গার্জেনরা প্রতিবাদ করতে পারবে না। উঁচু চার দেয়াল ঘেরা এই মাদ্রাসার বাইরে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করা যাবে না। সাতদিনের নোটিশ ছাড়া ছাত্ররা ছুটি পাবে না। অর্থাৎ লোকচক্ষুর আড়ালে মধ্যযুগীয় বর্বরতা চালিয়ে যাওয়ার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা। পুলিশ এই মাদ্রাসা থেকে নির্যাতিত ২৫টি শিশুকে উদ্ধার করেছে। যারা এই অমানবিক নির্যাতনের শিকার তাদের কারোই বয়স ১৪ বছরের বেশি নয়। প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে প্রতি মাসে ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা খাওয়া খরচ বাবদ নেয়া হয়। থাকা ও পড়াশোনার ব্যবস্থাও আদিম।

মাদ্রাসায় এ ধরনের শাস্তি যে ব্যতিক্রমধর্মী নয় তার একটা উদাহরণ পাওয়া গেল গত মাসে পত্রান্তরে প্রকাশিত একটি সচিত্র খবর থেকে। মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান থানায় অবস্থিত কয়রাখোলা ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ৭ বছরের এক শিশুর পায়ে শিকল বেঁধে গাছের এক খণ্ড গুঁড়ি তার সঙ্গে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। এই শাস্তিটি নাকি ছিল সাতদিন মেয়াদি। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, এটাই মাদ্রাসার সবচেয়ে 'লঘু শাস্তি'। কঠোর শাস্তি কি হতে পারে সে সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

দেশের বেশির ভাগ মাদ্রাসায় ছাত্রের অভাব। অনেক মাদ্রাসা টিকিয়ে রাখার জন্য শিক্ষকদের ছাত্র ধরতে নামতে হয়। ভর্তি করাতে এবং ছাত্রদের মাদ্রাসায় ধরে রাখতে অনেক সময় জোরজবরদস্তির আশ্রয় নিতে হয়। তা করতে যেয়ে দৈহিক নির্যাতনের খবরও বহুবার পাওয়া গেছে। তবে সিস্টেমেটিকভাবে অমানবিক দৈহিক নির্যাতনের খবর বোধহয় আমরা এখন পেতে শুরু করেছি। ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার নামে অমানবিক শাস্তি অভিভাবকরাও জায়েজ বলে হয়তো মেনে নেন। অন্যদিকে এসব নিয়ে অভিযোগ করলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছাত্রদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। দরিদ্র অসহায় ধর্মপ্রাণ অভিভাবকরা মাদ্রাসা শিক্ষকদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েন। দেশের মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্ররা ব্যবহারিক শিক্ষা পায় সামান্যই, এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে মানসিকভাবেও পঙ্গু হয়ে যেতে পারে।

যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু নির্যাতন অমার্জনীয় অপরাধ, তা পবিত্র ধর্ম শিক্ষার নামেই হোক বা বৈজ্ঞানিক শিক্ষার নামেই হোক। ইসলামী শিক্ষার নামে তা হলে শুধু শিক্ষা সম্পর্কেই নয়, ধর্ম সম্পর্কেও ভীতি সৃষ্টি হয়। অতএব, মাদ্রাসাগুলো থেকে শিশু নির্যাতন সমূলে উৎপাটন করার উদ্যোগ নিতে হবে। মাদ্রাসাগুলোকে আলাদাভাবে না দেখে সেগুলোতে যেন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূলধারার রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

চট্টগ্রামের তসবিদুল কুরান মহিসুন্নাহ মাদ্রাসাটির শিশু নির্যাতন মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে অনেকের চোখ খুলে দেয়ার সহায়ক হবে। তার অধ্যক্ষ ধর্মের নামে যে শিশু নির্যাতনের অবতারণা করেছেন, সে সম্পর্কে তার কোন অপরাধবোধ নেই, তিনি তার জন্য অনুতপ্তও নন। এ ধরনের লোক ধর্ম শিক্ষার নামে কি বিতরণ করছেন তা বিচার করার ভার আমরা দেশের শিক্ষা কর্মকর্তাদের ওপর রাখলাম।